টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান

সম্পাদনা পরিষদ
আব্দুল্লা-আল-শাহীন
এম. কামরুজ্জামান
মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাতে রোজী
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্মণ

শিল্প নির্দেশক
মো. মোস্তফা কামাল ভূঁইয়া

কপিরাইট
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল : জুন, ২০১৬

প্রকাশক
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd
ই-মেইল : dg@dfp.gov.bd

মুদ্রণে : জেনারেশন পিপিএ
ফকিরেরপুল, ঢাকা

ভূমিকা

জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সর্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহীত হয়। এসডিজির সংশ্লিষ্টতা ও ব্যাপকতা এমডিজির চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এসডিজির সফল বাস্তবায়নের মধ্যে। এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে সকল ঘাটতি রয়েছে তা এসডিজির মাধ্যমে পূরণ হবে এবং মানব কল্যাণে আরো কিছু নতুন মাত্রা যোগ হবে। এসডিজির সফলতার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা করে একটি টেকসই ও নিরাপদ বিশ্ব আগামী ১৫ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এসডিজির এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১১টি অভীষ্টের ধারণা বাংলাদেশই দিয়েছে। এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যও সারা বিশ্বে প্রশংসিত। বিগত বছরগুলোতে, এমনকি সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও, বাংলাদেশের ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই হার ৭ ছাড়িয়ে যাবে। দারিদ্র্য হার নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রভর্তির হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে; শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৪৬ থেকে ৪৬-এ নেমে এসেছে; মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এমডিজিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ছয়-ছয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। এত বেশি

সংখ্যক পুরস্কার আর কোনো দেশ অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের এই অনন্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এমডিজির রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এসডিজির ১৬৯টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সকল দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। যেমন বাংলাদেশের জন্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা প্রযোজ্য। সারা বিশ্বে এসডিজি নিয়ে সাড়া পড়ে গেলেও দেখা গেছে যে, অঙ্গীকারবদ্ধ অনেক দেশ তাদের বার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজিকে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ও বর্তমান ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক বাজেটে এসডিজিকে বিশেষ গুরুত্বসহ স্থান দিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে তা অনুসরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারের প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান কোনো না কোনোভাবে এসডিজির বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দায়বদ্ধ। তাছাড়া সকল মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এসডিজিকে সফল করে তোলার জন্য সরকার, উন্নয়ন সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তাকেও এগিয়ে আসতে হবে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এসডিজি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য এই বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য সচিব জনাব মরতুজা আহমদের সার্বিক নির্দেশনা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) প্রফেসর ড. শামসুল আলম -এর প্রত্যক্ষ পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্তগত সহায়তায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁদের কাছে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। আশা করি, বইটি এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রাথমিক ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

১. দারিদ্র্য বিলোপ : সরকারের দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রমকে টেকসইভাবে বাস্তবায়নের দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য মোকাবিলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা।

২. ক্ষুধামুক্তি : পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে ক্ষুধা, অপুষ্টি দূর ও স্থানীয় খাদ্য মজুদের ভারসাম্য সৃষ্টি করা। একই সাথে, সেচ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক জলাধারের ধারণক্ষমতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম অবকাঠামোর ব্যবহার কমিয়ে একটি প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক টেকসই কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ : সুস্থ ও সচেতন জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে দক্ষতার সাথে পরিচালিত করা। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু, মহামারি ও প্রাণঘাতী রোগসমূহ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪. মানসম্মত শিক্ষা : শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সকল প্রকার মানুষের জন্য টেকসই, কল্যাণকর জীবন ও জীবিকার সুযোগ এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। তৃণমূল পর্যায়ে পেশাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৫. নারী-পুরুষের সমতা : নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তথা সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন : পরিকল্পিত পানির উৎস সংরক্ষণ উদ্যোগ ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সকলের জন্য, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি : বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সকলকে আধুনিক, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। জ্বালানি বা বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সর্বনিম্ন রাখা।

৮. যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য যোগ্যতা অনুসারে টেকসই ও মানসম্মত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যক্তির ও সামাজের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিকদের পরিবেশ ও সমাজবান্ধব জীবিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা।

৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো : মানব বসতি, কৃষিজমি, বন, পাহাড় ও জলাশয়সহ সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত রেখে বাড়িঘর নির্মাণ ও শিল্প অবকাঠামো স্থাপনে অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক টেকসই প্রযুক্তি ও পদ্ধতি ব্যবহার করা।

১০. অসমতা হ্রাস : অপেক্ষাকৃত বেশি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলসমূহে উন্নয়ন ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় ও জীবনমানের অসাম্য দূর করা।

১১. টেকসই নগর ও সমাজ : পরিকল্পিত বসতি স্থাপন, টেকসই ও পরিবেশসম্মত উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে মানব বসতিসমূহকে নিরাপদ, প্রতিকূলতা সহনীয় এবং টেকসই করে তোলা।

১২. দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন : প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভোগ্যপণ্যের স্বাভাবিক উৎপাদন ও ব্যবহার টেকসই করার লক্ষ্যে এ সকল সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১৩. জলবায়ু কার্যক্রম : জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি, নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্থানীয় পর্যায়ে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এসকল ঝুঁকি প্রশমন করে স্থানীয় রীতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন টেকসই জীবনাচার পালনে সমাজের সকলকে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৪. জলজ জীবন : ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা ও ব্যবহার বিবেচনা করে মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সম্পদসহ সকল প্রকার জলজ প্রাণী এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রিত ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে এসব সম্পদ ও প্রাকৃতিক উপাদানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।

১৫. স্থলজ জীবন : প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, স্থানীয় বায়ুমণ্ডল, জলাধার, বনাঞ্চল, পাহাড় ইত্যাদির স্বাভাবিকতা, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, পুনরুদ্ধার, পুনঃসৃজন এবং এসব সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যকর প্রতিষ্ঠান : টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কাজের মাধ্যমে এমন সমাজব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা যেখানে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, সমঅধিকার, জবাবদিহি, বহুমতের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সরল জীবনযাপনের সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

১৭. লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব : সামাজিক কার্যক্রমে সমাজের সকল পর্যায় ও আন্তঃআঞ্চলিক অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, অংশীদারিত্ব, আন্তঃআঞ্চলিক (এলাকা) সম্পর্ক উন্নয়ন করা, যার ফলে সমগ্র অঞ্চলে উন্নয়ন টেকসই হয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬ - ২০২০) গৃহীত অভীষ্টসমূহ

এসডিজিসমূহ	৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহীত অভীষ্টসমূহ
এসডিজি-১ দারিদ্র্য বিলোপ	• মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার ২৪.৮ শতাংশ থেকে ৬.২ শতাংশ কমিয়ে ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা • অতি দারিদ্র্যের হার ব্যাপকভাবে হ্রাস করা (২০২০ সালে ৮%-এ নামিয়ে আনা)।
এসডিজি-২ ক্ষুধামুক্তি	• অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি শিশুদের বিকাশের বাধাসমূহ ৩৬.১ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা • অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি শিশুদের কম ওজনের মাত্রা ৩২.৬ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা।
এসডিজি-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ	• অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সি শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৪১ থেকে ৩৭-এ নামিয়ে আনা • প্রসবকালীন ও প্রসূতিমৃত্যু হার প্রতি লাখে ১৯৪ থেকে ১০৫-এ নামিয়ে আনা • অনূর্ধ্ব ১২ বছর বয়সি শিশুদের হামের টিকা প্রদানের হার ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ • নবজাতক জন্মের ক্ষেত্রে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা পরিচর্যার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীতকরণ • ফার্টিলিটি রেইট ২-এ নামিয়ে আনা • জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যবহার ৭৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
এসডিজি-৪ মানসম্মত শিক্ষা	• প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রভর্তির হার ১০০% নিশ্চিতকরণ • প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

	• শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী হার বর্তমানে ৮০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ।
এসডিজি-৫ নারী-পুরুষের সমতা	• ২০-২৪ বছর বয়সি নারী শিক্ষার্থী ও পুরুষ শিক্ষার্থীর হারে সমতা আনয়ন। সরকারি চাকরিতে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে নারী কর্মকর্তার অন্তর্ভুক্তি ২৫ শতাংশে উন্নীতকরণ
এসডিজি-৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন	• গ্রাম ও শহর এলাকার সব মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানির নিশ্চয়তা বিধান করা • শহুরে মানুষের জন্য ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার নিশ্চিত করা • গ্রামের মানুষের জন্য ৯০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
এসডিজি-৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি	• বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ • ৯৬% মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করণ • জ্বালানি দক্ষতা ১০ শতাংশে উন্নীতকরণ।
এসডিজি-৮ যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	• লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্বাচিত সময় পর্যন্ত বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৭.৪% অর্জন • ২০২০ সাল নাগাদ সর্বমোট রাজস্ব জিডিপির ১০.৭% থেকে ১৬.১%-এ উন্নীতকরণ • বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫% ধরে রাখা • সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বাড়ানো (বর্তমানের ১.৫৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৯.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ • ২০২০ সাল নাগাদ রপ্তানি ৫৪.১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ (বর্তমানে ৩০.৩ বিলিয়ন ডলার) • ট্রেড-জিডিপি হার ২০২০ সালে ৫০%-এ উন্নীতকরণ

	• ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান বর্তমানের ১৫% থেকে ২০%-এ উন্নীতকরণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
এসডিজি-৯ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	• মাওয়া-জাজিরায় ৬.১৫ কি.মি দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ করা • ২৬ কি.মি দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা • ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করে সকল শহরের যানজট ব্যাপকভাবে কমানো • গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় বর্তমানে জিডিপির ০.৬% থেকে ১% এ উন্নীতকরণ • সরকারি প্রাইমারি স্কুলে কম্পিউটার ল্যাবের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা • টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা ১০০%-এ উন্নীত করা • ইন্টারনেটের ব্রডব্যান্ড কভারেজ বর্তমানে ৩০% থেকে ৩৫%-এ উন্নীতকরণ • তথ্যপ্রযুক্তি, ভ্রমণ ও পর্যটন খাত থেকে আয় ১.৫০ বিলিয়ন ডলার থেকে ২.৬ বিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি করা।
এসডিজি-১০ অসমতা হ্রাস	• সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকরণ (ব্যয় জিডিজির ২.৩%-এ উন্নীতকরণ) • আয়-বৈষম্য কমানো (০.৪৫৮ থেকে পর্যায়ক্রমে নিচে নামিয়ে আনা)।
এসডিজি-১১ টেকসই নগর ও সমাজ	• শহরে বসবাসরত মানুষের জন্য উন্নতমানের পানির উৎস নিশ্চিত করা • নিষ্কাশন পদ্ধতি ৮০%-এ সম্প্রসারণ করা • বর্ধিত হারে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সহায়ক টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

এসডিজি-১২ দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন	• ৭০% গাছের ঘনত্বসহ উৎপাদনশীল বনাঞ্চলের পরিমাণ ২০%-এ উন্নীতকরণ।
এসডিজি-১৩ জলবায়ু কার্যক্রম	• বড়ো বড়ো শহর এবং ঢাকার বাতাসের মান উন্নয়ন • কলকারখানার বর্জ্য নির্গমন শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা।
এসডিজি-১৪ জলজ জীবন	• জলজ প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে শুষ্ক মৌসুমে ১৫% জলাভূমি নিশ্চিতকরণ • সমুদ্র উপকূল রক্ষার স্বার্থে এর তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা।
এসডিজি-১৫ স্থলজ জীবন	• পানি এবং স্থলভূমির টেকসই ব্যবহারের জন্য ল্যান্ড জোনিং সম্পন্নকরণ • পরিবেশ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলাকরণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়সমূহকে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ডিজাইন প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দের সাথে সমন্বয়করণ।
এসডিজি-১৬ শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যকর প্রতিষ্ঠান	• সকল মানুষের জন্য আইনের শাসন নিশ্চিত করা • ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ৩৭ হাজার ভুক্তভোগীকে আইনগত সহায়তা প্রদান • সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠার সম্প্রসারণ ঘটানো এবং দুর্নীতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ • সংসদীয় পদ্ধতি কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ।
এসডিজি-১৭ লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব	• বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ • উন্নয়ন সহযোগীদের নীতি ও নিয়মকানুনের সাথে সংগতি বিধান এবং তাদের সিস্টেমের সাথে যথাযথভাবে মানিয়ে নেওয়া • বাংলাদেশের উন্নয়নে কার্যকর সহযোগিতা পেতে উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন।

এসডিজি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ৪৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এসডিজির টার্গেটসমূহ বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত।

- ৬টি সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা যথা– দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, তথ্য কমিশন এবং জাতীয় সংসদ কর্মপরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত।

- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগসহ (জিইডি) পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগ সেক্টরাল কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত।

- জিইডি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ টার্গেট অর্জনের কর্মপরিকল্পনায় সম্ভাব্য নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে।

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১১টি মন্ত্রণালয়কে গুরুত্ব দিয়ে এবং অন্তর্ভুক্ত করে 'এসডিজি মনিটরিং এবং মূল্যায়ন কমিটি' নামে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব কমিটি আহ্বান করবেন এবং জিইডি এই কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

- এমডিজি মনিটরিং ও রিপোর্টিংয়ের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্যদূরীকরণের ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বপালনকারী জিইডি সরকারের এসডি-জি'র ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে।

- এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন শেষে একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রস্তুত করা হবে।

এসডিজি অর্জনে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক টার্গেটসমূহ

১ দারিদ্র্য বিলোপ

১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা, যাদের মাথাপিছু উপার্জন দৈনিক ১.২৫ ডলারের নিচে।

মূল দায়িত্ব: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.২ জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার মধ্যে থাকা নারী-পুরুষ-শিশুদের সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

মূল দায়িত্ব: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল)

সহ মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ ফোকাল পয়েন্ট)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিল্প, ধর্ম, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.৩ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, পদক্ষেপ ও ভিত্তি বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায়দের একটি বলিষ্ঠ পরিধির আওতায় নিয়ে আসা।

মূল দায়িত্ব: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল)

সহ মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ ফোকাল পয়েন্ট)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.৪ অর্থনৈতিক উৎসসহ মৌলিক সেবা, ভূমির মালিকানা এবং সম্পত্তিসহ উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, নব্য-প্রযুক্তি ও আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে, ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং এ ক্ষেত্রে দরিদ্র ও অসহায়দের অগ্রাধিকার দেওয়া;

মূল দায়িত্ব: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি, পানি সম্পদ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, শিল্প; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায়দের দুর্যোগ সহনীয় করে তোলা এবং তাদের ওপর থেকে প্রাকৃতিক কিংবা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দুর্যোগ ও আঘাতের প্রভাব কমানো।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, শিক্ষা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পানি সম্পদ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১.এ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পর্যাপ্ত এবং সম্ভাব্য উন্নতির জন্য উন্নয়নমূলক সহযোগিতা বাড়ানো। সর্বক্ষেত্রে দূরীকরণ কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১.বি দারিদ্র্যবান্ধব এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল উন্নয়ন কৌশল বিবেচনায় রেখে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি শক্তিশালী নীতিমালা অবকাঠামো তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব : সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পররাষ্ট্র, পরিবেশ ও বন; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ

২ ক্ষুধামুক্তি

২.১ ক্ষুধা দূর করা এবং সকল মানুষের জন্য বিশেষ করে দরিদ্র ও ক্ষুধার ঝুঁকিতে থাকা মানুষ এবং শিশুদের জন্য সারা বছর নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিল্প, মহিলা ও শিশু বিষয়ক , তথ্য, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের অন্তরায় দূর করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের, গর্ভবতী মায়েদের, দুগ্ধদানকারী মায়েদের এবং সকল বয়স্ক মানুষের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল প্রকার অপুষ্টি দূর করা।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিল্প, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, তথ্য, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদের কৃষিজ উৎপাদন ও আয় দ্বিগুণ করা। বিশেষ করে নারী, আদিবাসী, পারিবারিক কৃষক, পশু ও মৎস্য চাষিদের ক্ষেত্রে। ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা ও বাজার সুবিধায় সমান অধিকার নিশ্চিত করা। মূল্য সংযোজন ও অকৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, অর্থ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিল্প (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন), ভূমি, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পরিবেশ ও বন; বন বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্থানীয় সরকার বিভাগ

২.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদনের ধারা নিশ্চিত করা এবং উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সহনীয় কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। এর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ানো, উদাহরণস্বরূপ, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি। কার্যকরভাবে ভূমি ও জমির মান উন্নত করা।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, ভূমি, পানি সম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, শিল্প, অর্থ; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২.৫ ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, চারাগাছ, গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীর জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বীজ ব্যাংক স্থাপন। আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী জিনগত এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যগত জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত সুবিধার ক্ষেত্রে যথাযথ ও সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাণিজ্য, পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র

২.এ উন্নত ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট সেবা, প্রযুক্তির বিকাশ, উদ্ভিদ ও পশুসম্পদ জিন ব্যাংক নির্মাণে বিনিয়োগ বাড়ানো। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল এবং বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র; বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

২.বি বিশ্ব কৃষিবাজারে বাণিজ্যের সীমাবদ্ধতা এবং বিকৃতি সংশোধন ও প্রতিরোধ করতে হবে। দোহা রাউন্ডের ঘোষণা অনুযায়ী, কৃষিজ পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে সমান্তরাল সব ধরনের ভরতুকি ও নীতিমালা বর্জন করা।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পররাষ্ট্র , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; বন বিভাগ

২.সি ভোগ্যপণ্য সংশ্লিষ্ট বাজারের সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া। খাদ্যপণ্যের দামের চরম অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে বাজার সংশ্লিষ্ট ও খাদ্যের মজুদ সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: অর্থ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, জনপ্রশাসন; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

৩.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যু হার লাখে ৭০ জনের নিচে নামিয়ে আনা।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.২ ২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও ৫ বছর বয়সের নিচে শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু নাশ করা।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিল্প, তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষা, ম্যালেরিয়ার মতো মহামারি ও অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগবালাই নাশ করা এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ মোকাবিলা করা।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, যুব ও ক্রীড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

৩.৪ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগে মৃত্যু হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা। মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্যের প্রসার ঘটানো।

মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, তথ্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.৫ চেতনানাশক ও অ্যালকোহলসহ ওষুধের অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা শক্তিশালী করা।

মূল দায়িত্ব: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, তথ্য, ধর্ম, যুব ও ক্রীড়া

৩.৬ ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

মূল দায়িত্ব: সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৩.৭ ২০৩০ সালের মধ্যে যৌন ও প্রজননসংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবায় সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। পরিবার পরিকল্পনা, তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচির আওতার মধ্যে নিয়ে আসা।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ শিক্ষা, তথ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান, ধর্ম; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.৮ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা অর্জন। সকলের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা, অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ, কার্যকরী, মানসম্মত এবং সাশ্রয়ী মূল্যে অপরিহার্য ওষুধ ও টিকাদানের সুবিধা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বাণিজ্য, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন), শিল্প (বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড); ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ), স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩.৯ ২০৩০ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও বায়ু, পানি এবং ভূমিদূষণ ও সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা।

মূল দায়িত্বঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৩.এ দেশভেদে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ তথ্য, স্বরাষ্ট্র

৩.বি সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের টিকা ও ওষুধ তৈরির গবেষণায় সহায়তা করা। প্রাথমিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব। তাই এসব দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ ও টিকা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। দোহা ঘোষণা মতে, গণস্বাস্থ্য রক্ষায় টিআরআইপি বা মেধা সম্পত্তি বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ সুবিধা পাবে উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষ করে সকলের জন্য ওষুধের প্রাপ্য নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ বাণিজ্য, পররাষ্ট্র

৩.সি উন্নয়নশীল বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন বাড়ানো এবং এ খাতে সংশ্লিষ্টদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ জনপ্রশাসন; বন বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩.ডি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির ক্ষেত্রে আগাম সতর্ক বার্তা, ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সব দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্বঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্বঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র, তথ্য, শিল্প; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৪ গুণগত শিক্ষা

৪.১ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যথার্থ, মানসম্মত ও ফলপ্রসূ শিক্ষা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক, তথ্য, সমাজকল্যাণ, ধর্ম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪.২ ২০৩০ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে শৈশব বিকাশ, যত্ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা। প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, ধর্ম; স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ সবার জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চতর এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বন বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শ্রম ও কর্মসংস্থান, যুব ও ক্রীড়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শিল্প (বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র, বিটাক), বস্ত্র ও পাট; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪.৪ কর্মসংস্থান, ভালো চাকরি কিংবা উদ্যোক্তা তৈরিতে, ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন যুব ও প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শ্রম ও কর্মসংস্থান, যুব ও ক্রীড়া, শিল্প, তথ্য; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

৪.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা। সব ধরনের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অসহায়, অক্ষম ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং অরক্ষিত পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, ধর্ম, যুব ও ক্রীড়া; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪.৬ ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসহ পর্যাপ্ত হারে প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান নিশ্চিত করা ।

মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, তথ্য, ধর্ম, সমাজকল্যাণ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৪.৭ টেকসই উন্নয়নে সব শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা । এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসার সংস্কৃতি, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞাপন ও দক্ষতা অর্জন ।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সংস্কৃতি বিষয়ক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, ধর্ম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পরিবেশ ও বন, শিল্প, পররাষ্ট্র ; বন বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ

৪.এ শিশু, অক্ষমতা এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতা বিবেচনায় রেখে শিক্ষা কাঠামোর নির্মাণ ও উন্নয়ন করা । সবার জন্য নিরাপদ, অহিংস, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা ।

মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

৪.বি ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ-বিশেষ করে স্বল্পোন্নত, ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র এবং আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য উচ্চতর শিক্ষায় বৃত্তির হার পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো । উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আইসিটি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত কর্মসূচিতে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা ।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, পররাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জনপ্রশাসন

৪.সি ২০৩০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত এবং ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো ।

মূল দায়িত্ব: শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৫ নারী-পুরুষের সমতা

৫.১ সর্বক্ষেত্রে নারীদের ওপর সবধরনের বৈষম্য দূর করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, শিল্প, পররাষ্ট্র, শ্রম ও কর্মসংস্থান, ধর্ম বিষয়ক, বস্ত্র ও পাট; আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৫.২ ঘরের ভেতরে কিংবা বাইরে নারীদের ওপর সবধরনের সহিংসতা পরিহার করা। নারী পাচার ও যৌন নিপীড়নসহ সব ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, শ্রম ও কর্মসংস্থান, ধর্ম , বস্ত্র ও পাট; আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৫.৩ বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহসহ সব ধরনের ক্ষতিকারক চর্চা পরিহার করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, তথ্য, ধর্ম, পররাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক ও গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন করা। পরিবার ও পারিবারিক দায়িত্ব বণ্টনের বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত করে তুলে ধরা।

মূল দায়িত্ব: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শ্রম ও কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, অর্থ ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনজীবনে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও কার্যকরভাবে নারীর অংশগ্রহণ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: জনপ্রশাসন, শিল্প; আইন ও বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৫.৬ আইসিপিডির'র প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন এবং বেইজিং প্লাটফর্ম অব অ্যাকশনের সমঝোতা অনুযায়ী, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকারে নারীদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পররাষ্ট্র; আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

৫.এ নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পদ, সম্পত্তির উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

৫.বি নারীর ক্ষমতায়নে প্রযুক্তি-বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, শিল্প; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৫.সি সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী খাবার পানির ক্ষেত্রে সার্বজনীন ও সমান অধিকার অর্জন ।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিল্প (বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড); পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৬.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও ন্যায়সংগত স্বাস্থ্যবিধি অর্জন করা । খোলা জায়গায় মলত্যাগ পরিহার করা । নারী-মেয়ে ও অসহায়দের চাহিদার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া ।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, অর্থ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পরিবেশ ও বন; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৬.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে দূষণের পরিমাণ কমিয়ে, আবর্জনা না ফেলে এবং রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের হার কমিয়ে পানির গুণাগুণ বাড়ানো । বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত বর্জ্যপানির পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে এনে, একে পুনঃব্যবহারযোগ্য করে নিরাপদ গ্রহণের ব্যবস্থা করা ।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিল্প, পররাষ্ট্র, বস্ত্র ও পাট, অর্থ, পানি সম্পদ, নৌপরিবহণ

৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সব খাতে পানি ব্যবহারের কার্যকারিতা পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো । বিশুদ্ধ পানির ঘাটতি পূরণে টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা । পানির সংকটে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা পর্যাপ্ত হারে কমিয়ে আনা ।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: নৌপরিবহণ, পানি সম্পদ, পররাষ্ট্র

৬.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে পানিসম্পদ ব্যবহারের সমন্বিত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা । উপযুক্ত পানি সরবরাহে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতাও এর আওতায় আনা ।

মূল দায়িত্ব: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৬.৬ পাহাড়, বন, জলাভূমি, নদী, ভূ-অভ্যন্তরের জল এবং জলাশয়সহ পানির উৎস সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা।

মূল দায়িত্ব: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৬.এ পানি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। পানি সংগ্রহ, লবন বিমুক্তকরণ, পানির দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্যপানি পরিশোধন, পুনঃব্যবহারযোগ্য ও পুনঃব্যবহার প্রযুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতা ও দক্ষতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, শিল্প; স্থানীয় সরকার বিভাগ

৬.বি পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: জনপ্রশাসন, পানি সম্পদ; কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

৭ সাশ্রয়ী দূষণমুক্ত জ্বালানি

৭.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক জ্বালানি সেবার অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: বিদ্যুৎ বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পররাষ্ট্র; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৭.২ বৈশ্বিক মিশ্র জ্বালানিতে ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ পর্যাপ্ত হারে বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: বিদ্যুৎ বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৭.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি শক্তির দক্ষতা দ্বিগুণ হারে বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: বিদ্যুৎ বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন

৭.এ ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো। যেমন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির দক্ষতা এবং উন্নততর ও পরিবেশবান্ধব জৈব জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার। জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), বাংলাদেশ ব্যাংক

৭.বি ২০৩০ সালের মধ্যে সকলকে আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবার আওতায় আনতে, উন্নয়নশীল বিশেষ করে স্বল্পোন্নত ও ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে জ্বালানি অবকাঠামোর সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্ব: বিদ্যুৎ বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পররাষ্ট্র, শিল্প (বিএসটিআই), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, তথ্য অধিদফতর

৮ যথাযোগ্য কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

৮.১ জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা। বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমপক্ষে ৭ শতাংশ রাখা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন, ব্যাণিজ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, শিল্প, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কমসংস্থান; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (বাংলাদেশ ব্যাংক), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সেতু বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৮.২ অর্থনীতিতে উৎপাদনের উচ্চ হার অর্জন করা। উচ্চ মূল্য ও শ্রমঘন খাতকে বিবেচনায় রেখে বৈচিত্র্য, প্রযুক্তিগত বিকাশ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বস্ত্র ও পাট, পানি সম্পদ, শিক্ষা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.৩ উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি, সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনে সহায়ক, এমন উন্নয়নবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন করা। ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি ধরনের উদ্যোগকে স্বীকৃতিদান ও প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা। তাদের আর্থিক সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যুব ও ক্রীড়া; কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ইনিস্টিটিউট, তথ্য অধিদফতর, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৮.৪ ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে সম্পদের ভোগ-উৎপাদনের হার গতিশীল করা। ১০ বছর মেয়াদি ফ্রেমওয়ার্ক কর্মসূচির আলোকে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়টি আলাদা করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থ, পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, শিল্প; বাংলাদেশ ব্যাংক

৮.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও ভালো কাজের সক্ষমতা অর্জন করা। বিশেষ করে যুব, অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একই মানের কাজের জন্য সমান পারিতোষিক নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, শিল্প, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, শিক্ষা; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.৬ ২০২০ সালের মধ্যে বেকার এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষিত না হওয়া তরুণ-যুবাদের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস করা।

মূল দায়িত্ব: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শিল্প, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৮.৭ শিশু শ্রমের মতো নিকৃষ্ট শ্রমের অনুশীলন বন্ধ ও পরিহারে তড়িৎ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। বলপূর্বক শ্রমের বিনাশ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুদের সেনা হিসেবে ব্যবহার ও তাদের নিয়োগসহ সব ধরনের শিশু শ্রমের ইতি টানা।

মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, যুব ও ক্রীড়া, সমাজকল্যাণ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.৮ অভিবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে নারী ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে থাকা শ্রমিকসহ সকলের শ্রম অধিকার রক্ষা এবং তাদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.৯ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই পর্যটনের প্রসারে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যের প্রসার ঘটানো।

মূল দায়িত্ব: বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, তথ্য, রেলওয়ে, পরিবেশ ও বন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক; স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮.১০ গৃহস্থালি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা জোরদারের মাধ্যমে সকলের জন্য ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক সেবাকে উৎসাহিত করা ও তাদের প্রবেশাধিকার প্রসারিত করা।

মূল দায়িত্ব: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাংলাদেশ ব্যাংক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

৮.এ উন্নয়নশীল, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, উন্নত-সমন্বিত কাঠামোর ব্যবহারসহ (এনহ্যান্সড ইন্টিগেটেড ফ্রেমওয়ার্ক ফর এলডিসিজি) সহায়তা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ,

৮.বি ২০২০ সালের মধ্যে যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে একটি বৈশ্বিক কৌশলের উন্নয়ন ও কার্যকর করা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গ্লোবাল জবস প্যাক্ট বা চুক্তি বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র, শ্রম ও কর্মসংস্থান; কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৯ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

৯.১ অর্থনৈতিক উন্নতি ও মানবজাতির কল্যাণে আঞ্চলিক ও আন্তঃসীমান্ত ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও স্থিতিশীল অবকাঠামোর বিকাশ ঘটানো। সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য ও সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, রেলওয়ে, নৌপরিবহণ, শিল্প, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, ভূমি, পররাষ্ট্র; সেতু বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য অধিদফতর, , স্থানীয় সরকার বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি)

৯.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধিতে শিল্পকারখানার অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানো। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এর অংশীদার দ্বিগুণ করা।

মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট; বন বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৯.৩ আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুযোগ তৈরি করা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কম সুদে ঋণ প্রদানসহ সমন্বিত বাজারে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা।

মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য; বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৯.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে অবকাঠামোর উন্নতি সাধন করা। দেশভেদে সক্ষমতা অনুযায়ী শিল্পকারখানাগুলোর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা। সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো এবং নিরাপদ ও পরিবেশ সহায়ক উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্যোগ অবলম্বন করে টেকসই শিল্প বিকশিত করা

মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: নৌপরিবহণ, রেলওয়ে, কৃষি, পররাষ্ট্র; সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

৯.৫ সব দেশে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানমূলক গবেষণা বাড়ানো, শিল্প খাতে প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নততর করা। ২০৩০ সাল নাগাদ উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, শিল্প, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

৯.এ আফ্রিকাসহ উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে টেকসই ও স্থিতিশীল অবকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: রেলওয়ে; সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য অধিদফতর, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

৯.বি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তির উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা করা। শিল্পবৈচিত্র্য ও পণ্যমানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি সহায়ক নীতির পরিবেশ নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, শিল্প, রেলওয়ে, নৌপরিবহণ, শিল্প (পেটেন্ট ডিজাইন ট্রেড মার্ক অধিদফতর), বস্ত্র ও পাট; সেতু বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, তথ্য অধিদফতর, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৯.সি স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো এবং ২০২০ সালের মধ্যে ইন্টারনেটের সার্বজনীন ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: রেলওয়ে; তথ্য কমিশন

১০ অসমতা হ্রাস

১০.১ ২০৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার নিম্ন আয়ের নিচে থাকা ৪০ শতাংশ মানুষের আয়ের হার, জাতীয় গড় আয়সীমার চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক; বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

১০.২ ২০৩০ সালের মধ্যে বয়স-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-অক্ষমতা-অর্থনৈতিক অবস্থাসহ অন্যান্য মর্যাদা নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, জনপ্রশাসন, ধর্ম, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক , শিল্প (বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র, বিটাক), পররাষ্ট্র; বন বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১০.৩ বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা ও অনুশীলন বা চর্চা পরিহার করে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং ফলাফলের অসাম্য কমানো। এক্ষেত্রে যথাযথ আইন, নীতিমালা ও কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা।

মূল দায়িত্ব: আইন ও বিচার বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: জনপ্রশাসন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পররাষ্ট্র; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১০.৪ বিশেষ করে আর্থিক, মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর সমতা অর্জন।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শ্রম ও কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১০.৫ বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বাজার ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ উন্নত করা এবং এ জাতীয় বিধানের কঠোর বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

১০.৬ বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেশি করে উপস্থাপন ও তাদের কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া। এর মাধ্যমে আরো কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্লেষণযোগ্য ও বৈধ প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ,
সহ মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাণিজ্য, পররাষ্ট্র

১০.৭ পরিকল্পিত ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত এবং দায়িত্বশীলতার সাথে মানুষের অভিবাসন ও গতিশীলতা সহজ করা।

মূল দায়িত্ব: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, জনপ্রশাসন, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন

১০.এ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়নশীল বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ ও বৈশিষ্ট্যমূলক ব্যবস্থানীতি বাস্তবায়ন।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র

১০.বি বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক প্রবাহ ও সরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তার প্রসার ঘটানো। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, আফ্রিকা, ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলসীমাবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুযায়ী পদক্ষেপগুলোর সফল বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১০.সি ২০৩০ সালের মধ্যে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্সের বিনিময় খরচ তিন শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা। ৫ শতাংশের বেশি খরচ হয়, এমন রেমিট্যান্স করিডর বিলুপ্ত করা।

মূল দায়িত্ব: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

১১ টেকসই নগর ও সমাজ

১১.১ সবার জন্য পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন ও মৌলিক সেবা নিশ্চিত করা। ঘিঞ্জি বস্তির উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্ব: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১১.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সহজগম্য এবং টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, নৌপরিবহণ, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, তথ্য; স্থানীয় সরকার বিভাগ, সেতু বিভাগ

১১.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে সব দেশে সার্বিক ও টেকসই নগরায়ণ বাড়ানো। অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই মানব বসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১১.৪ বিশ্বের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলো রক্ষা এবং নিরাপদে রাখতে প্রচেষ্টা জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, ধর্ম , যুব ও ক্রীড়া, পররাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন

১১.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে পানি সম্পর্কিত নানা দুর্যোগের কারণে নিহত এবং আক্রান্তদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা। জিডিপি সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা। বিশেষ করে গুরুতর দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে থাকা মানুষকে রক্ষা করা।

মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, নৌপরিবহণ, পানি সম্পদ, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

১১.৬ ২০৩০ সালের মধ্যে শহরের মাথাপিছু প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব কমানো। বায়ুর গুণাগুণ, নগরশাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প; বিদ্যুৎ বিভাগ

১১.৭ ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ব্যবহারযোগ্য ও গাছপালাসমৃদ্ধ পাবলিক স্পেস বা গণস্থানের সুবিধা নিশ্চিত করা। বিশেষভাবে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, ভূমি, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক

১১.এ জাতীয় এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদারের মাধ্যমে নগর, নগরাঞ্চল আর পল্লি এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সংযোগের ইতিবাচক সমন্বয় সাধন।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন; কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, তথ্য অধিদফতর, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১১.বি ২০২০ সালের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতাসম্পন্ন শহর ও মানব বসতির উল্লেখযোগ্য হারে বিস্তার ঘটানো। জলবায়ুর প্রভাব ও দুর্যোগ মোকাবিলায় অন্তর্ভুক্তিমূলক, সম্পদের দক্ষতা এবং প্রশমন ও অভিযোজনের মাধ্যমে সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ। সকল স্তরে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত; কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

১১.সি আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই ও স্থিতিশীল ভবন নির্মাণে সহায়তা করা।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত

১২ দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন

১২.১ টেকসই ভোগ-উৎপাদনের ১০ বছর মেয়াদি ফ্রেমওয়ার্ক কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন ও সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে, উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে সব দেশকে এ পদক্ষেপ নিতে হবে।

মূল দায়িত্ব : সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, অর্থ; বন বিভাগ

১২.২ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পানি সম্পদ, শিল্প, ভূমি; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১২.৩ খুচরা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু খাদ্য বিনষ্ট হওয়ার পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনা। ফসল সংগ্রহ পরবর্তী লোকসানসহ উৎপাদন এবং বিপণনে খাদ্যে লোকসান কমানো।

মূল দায়িত্ব: অর্থ মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, বাণিজ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১২.৪ আন্তর্জাতিক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি অনুযায়ী রাসায়নিক ও সব ধরনের বর্জ্যের পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। বায়ু, পানি ও ভূমিতে এগুলোর নিঃসরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব হ্রাস করা।

মূল দায়িত্ব : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বস্ত্র ও পাট; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১২.৫ প্রতিরোধ, হ্রাস এবং পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য তৈরির পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে কমিয়ে আনা।

মূল দায়িত্ব : স্থানীয় সরকার বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১২.৬ টেকসই চর্চা গ্রহণে বৃহৎ ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা। তাদের প্রতিবেদন চক্রে টেকসই কর্মকাণ্ডের তথ্য সংযোজনে উদ্বুদ্ধ করা।

মূল দায়িত্ব: শিল্প মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র

১২.৭ জাতীয় নীতিমালা ও গুরুত্ব অনুসারে টেকসই সরকারি সংগ্রহমূলক অনুশীলনের প্রসার ঘটানো।

মূল দায়িত্ব : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট)
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, পানি সম্পদ, শিল্প, রেলওয়ে, শিক্ষা; সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

১২.৮ ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে, সকলেই প্রকৃতিবান্ধব টেকসই উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার তথ্য জানে এবং এ সম্পর্কে তারা সচেতন।

মূল দায়িত্ব : শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট), তথ্য; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, , প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১২.এ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা জোরদারে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা। ভোগ-উৎপাদনের আরও টেকসই পন্থা অবলম্বনে তাদের সহায়তা করা।

মূল দায়িত্ব : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, শিল্প, বাণিজ্য

১২.বি টেকসই পর্যটনের ওপর টেকসই উন্নয়নের প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য সরঞ্জামের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।

মূল দায়িত্ব : বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সংস্কৃতি বিষয়ক, পরিবেশ ও বন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক

১২.সি জাতীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় বাজারে অস্থিতিশীলতা ঠেকাতে জৈব জ্বালানিতে যুক্তিসংগত ভরতুকি নির্ধারণ করা। পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, এমন সব পণ্যের কর প্রক্রিয়া পুনর্গঠন ও ভরতুকি তুলে নেওয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলোর নির্দিষ্ট চাহিদা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে এসব পদক্ষেপ নিতে হবে। এর প্রভাবে তাদের উন্নয়ন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে এবং রক্ষা করতে হবে দরিদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: অভ্যান্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।

১৩ জলবায়ু পদক্ষেপ

১৩.১ সব দেশে জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থিতিশীলতা ও অভিযোজনের সক্ষমতা শক্তিশালী করা ।

মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, স্বরাষ্ট্র (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর), জনপ্রশাসন, প্রতিরক্ষা; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৩.২ জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পদক্ষেপ সংযুক্ত করা ।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, পররাষ্ট্র; কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন), কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

১৩.৩ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব কমানো এবং আগাম সতর্ক বার্তা সম্পর্কিত শিক্ষা ও সচেতনতা এবং মানুষের ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন করা ।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য, শিল্প (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট), প্রতিরক্ষা; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৩.এ ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ইউএনএফসিসিসি অনুযায়ী উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা । উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদা পূরণে ২০২০ সালের মধ্যে যৌথভাবে বছরে ১ হাজার কোটি ডলার সহায়তা দেওয়া । কার্যকরী দুর্যোগ প্রশমন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার সাথে এ অর্থের ব্যবহার করা । যত দ্রুত সম্ভব অর্থায়নের মাধ্যমে সবুজ জলবায়ু তহবিল বা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড সচল বা কার্যকর করা ।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

১৩.বি স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব মোকাবিলায় দক্ষতা বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা । গুরুত্ব দিতে হবে নারী, যুব, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ।

মূল দায়িত্ব : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিল্প; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

১৪ জলজ জীব

১৪.১ ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ করা এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমানো। বিশেষ করে স্থলভিত্তিক কর্মকাণ্ড, সামুদ্রিক আবর্জনা ও পুষ্টি সংক্রান্ত দূষণের মাত্রা কমানো।

মূল দায়িত্ব: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রতিরক্ষা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী), পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নৌপরিবহণ, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১৪.২ ২০২০ সাল নাগাদ টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমুদ্র এবং উপকূলীয় পরিবেশকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। সাগরের রিজিলিয়ান্স বা স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ানো। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ পুনরুদ্ধার করে সুস্থ ও সমৃদ্ধশালী সাগর-মহাসাগর নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র (বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র

১৪.৩ উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহযোগিতার মাধ্যমে ওশান এসিডিফিকেশান বা সাগরে এসিডের মাত্রা কমানো। এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সকল পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র , নৌপরিবহণ, শিল্প, প্রতিরক্ষা; জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৪.৪ ২০২০ সাল নাগাদ সমুদ্রিক সম্পদ আহরণে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। অতিরিক্ত মাছ ধরা, অবৈধ, অপ্রকাশ্য, নিয়ন্ত্রণহীন ও ধ্বংসাত্মকভাবে মাছ ধরার চর্চা বন্ধ করা। বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে সাগরের মৎস্য সম্পদ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা। যাতে করে, মাছের জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রতিরক্ষা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী), স্বরাষ্ট্র ; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৪.৫ ২০২০ সালের মধ্যে সাগর উপকূলের অন্তত ১০ শতাংশ অঞ্চল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রতিরক্ষা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী), পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, নৌপরিবহণ

১৪.৬ বিশেষ সুবিধা নিয়ে অতিরিক্ত মাছ ধরার চর্চা নিষিদ্ধ করা । অবৈধ, অপ্রকাশ্য আর অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণকে অনুৎসাহিত করা । এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উপযুক্ত এবং বিশেষ ধরনের সুবিধার দিকটি খেয়াল রাখতে হবে; যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভর্তুকি চুক্তির একটি অংশ ।

মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: প্রতিরক্ষা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী)

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বন বিভাগ, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র

১৪.৭ ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ানো । সমুদ্রে মৎস্য, জলজ জীব উৎপাদন এবং তাদের পর্যটনের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ।

মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বেসামরিক বিমান ও পর্যটন; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৪.এ সাগর-মহাসাগর বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বাড়ানো এবং গবেষণার উন্নয়ন ও সামুদ্রিক প্রযুক্তির আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে হবে । এসব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে আন্তঃসরকার সমুদ্রবিজ্ঞান কমিশনের মানদণ্ড এবং নির্দেশনা অনুযায়ী । সামুদ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে । যাতে করে উন্নয়নশীল এবং ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নতিতে সাগর সম্পদের ভূমিকা বাড়ানো যায় ।

মূল দায়িত্ব: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র , স্বরাষ্ট্র ; বন বিভাগ

১৪.বি ক্ষুদ্র পরিসরে মাছ আহরণকারী জেলেদের সামুদ্রিক সম্পদ এবং বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়া ।

মূল দায়িত্ব: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র (বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড)

১৪.সি আন্তর্জাতিক আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা । ইউএনসিএলওএস বা সাগর আইন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন অনুসারে, আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাগর-মহাসাগর এবং এর সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন করা ।

মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, স্বরাষ্ট্র , নৌপরিবহণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১৫ স্থলজ জীবন

১৫.১ ২০২০ সালের মধ্যে স্থল এবং এর জলজ পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করে বনাঞ্চল, জলাভূমি, পার্বত্য অঞ্চল এবং শুষ্ক ভূমির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, ভূমি, পানি সম্পদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, নৌপরিবহণ

১৫.২ ২০২০ সালের মধ্যে সব ধরনের বনাঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা। বন উজাড় রোধ এবং ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার করা। বিশ্বজুড়ে বনায়ন এবং বৃক্ষরোপণের পরিমাণ বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ভূমি, তথ্য; স্থানীয় সরকার বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৫.৩ ২০২০ সালের মধ্যে মরুকরণ মোকাবিলা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি ও মাটি পুনরুদ্ধার করা। মরুকরণ, খরা ও বন্যায় আক্রান্ত ভূমি পুনরুদ্ধার করে ভূমি-ক্ষয়হীন বিশ্ব অর্জন করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: ভূমি মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পানি সম্পদ, , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৫.৪ পার্বত্য অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। পার্বত্য পরিবেশের সক্ষমতা বাড়িয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, ভূমি; স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৫.৫ প্রাকৃতিক আবাসের ক্ষয় হ্রাসে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া। জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস রোধ করা এবং ২০২০ সাল নাগাদ হুমকির মুখে পড়া প্রজাতিগুলোকে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, কৃষি, তথ্য

১৫.৬ জেনেটিক বা জিনগত সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য ও সমবণ্টন নিশ্চিত করা। জিনগত সম্পদ ব্যবহারের যথাযথ সুযোগ তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৫.৭ স্থল এবং জলজ প্রজাতির চোরা শিকার ও পাচার বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া। বন্য প্রাণীজাত অবৈধ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বরাষ্ট্র ; আইন ও বিচার

১৫.৮ ২০২০ সাল নাগাদ স্থল ও জলজ পরিবেশে আগ্রাসী অচেনা প্রজাতির উপস্থিতি রোধ করা এবং এদের প্রভাব পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস করা। আগ্রাসী প্রজাতিগুলো নিয়ন্ত্রণ অথবা ধ্বংস করা।

মূল দায়িত্ব : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১৫.৯ ২০২০ সাল নাগাদ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া, দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের বিষয়গুলো একীভূত করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

১৫.এ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে সকল উৎস থেকে আর্থিক সম্পদের যোগান দেওয়া এবং সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র , পরিবেশ ও বন

১৫.বি টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নে সব পর্যায়ে এবং সকল উৎস থেকে উল্লেখযোগ্য হারে সম্পদের যোগান নিশ্চিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

মূল দায়িত্ব : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পরিবেশ ও বন, পররাষ্ট্র ; বন বিভাগ

১৫.সি চোরা শিকার এবং সংরক্ষিত প্রজাতির পাচার বন্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা বাড়ানো। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৬ শান্তি ও ন্যায় বিচার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান

১৬.১ সব ধরনের সহিংসতা এবং এ সংক্রান্ত মৃত্যুর হার কমানো ।

মূল দায়িত্বঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজকল্যাণ; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৬.২ নির্যাতন, শোষণ, পাচারসহ শিশুদের ওপর সব ধরনের সহিংসতা ও অত্যাচার বন্ধ করা ।

মূল দায়িত্বঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্বঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, পররাষ্ট্র, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, তথ্য; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইন ও বিচার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৬.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা । সবার জন্য সমান বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা ।

মূল দায়িত্বঃ আইন ও বিচার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্বঃ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র , জনপ্রশাসন; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল

১৬.৪ ২০৩০ সালের অবৈধ অর্থ ও অস্ত্রের প্রবাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা । চোরাই সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরত পাওয়ার প্রক্রিয়া জোরদার করা । সব ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবিলা করা ।

মূল দায়িত্বঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সহ মূল দায়িত্বঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পররাষ্ট্র ; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন

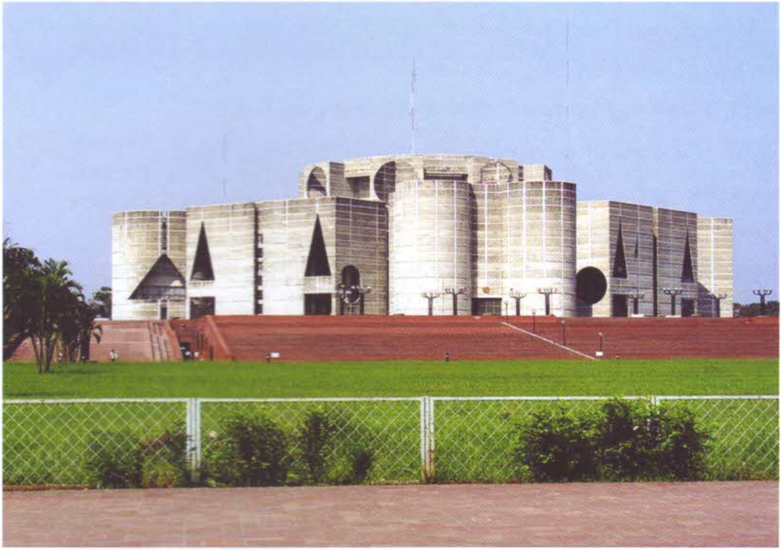

১৬.৫ সবধরনের দুর্নীতি ও ঘুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে হ্রাস করা ।

মূল দায়িত্ব: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: তথ্য, ধর্ম, জনপ্রশাসন, পররাষ্ট্র ; দুর্নীতি দমন কমিশন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য কমিশন

১৬.৬ সকল পর্যায়ে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটানো ।

মূল দায়িত্ব: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, জনপ্রশাসন; কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, নির্বাচন কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য কমিশন, বন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ (পরিকল্পনা কমিশন)

১৬.৭ সকল পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সার্বিক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা ।

মূল দায়িত্ব: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, সমাজকল্যাণ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, তথ্য কমিশন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১৬.৮ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন পরিচালনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ানো ও জোরদার করা।

মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বন বিভাগ

১৬.৯ ২০৩০ সাল নাগাদ জন্মনিবন্ধনসহ সকলের বৈধ পরিচয় দেওয়া।

মূল দায়িত্ব: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: নির্বাচন কমিশন

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৬.১০ তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী মৌলিক অধিকার রক্ষা করা।

মূল দায়িত্ব: তথ্য মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র , প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান; জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন

১৬.এ সহিংসতা পরিহার এবং সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধ দমনে সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা। এদের বিরুদ্ধে লড়তে আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে সকল স্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: জনপ্রশাসন

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র , শিল্প (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট); অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

১৬.বি টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন আইন ও নীতিমালার প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।

মূল দায়িত্ব: লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বরাষ্ট্র; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৭ লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব

১৭.১ অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় সম্পদের যোগান শক্তিশালী করা। কর ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতার উন্নতি করা।

মূল দায়িত্ব: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বন বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৭.২ উন্নত দেশগুলোকে তাদের সরকারি সহায়তা বা অফিশিয়াল ডেভলপমেন্ট অ্যাসিসট্যান্স-ওডিএ প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। ওডিএ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সামষ্টিক জাতীয় আয়ের ০.৭% এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলো পাবে ০.১৫-০.২০ শতাংশ পর্যন্ত।

মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; বন বিভাগ

১৭.৩ বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বেশি পরিমাণে অর্থের যোগান দেওয়া।

মূল দায়িত্ব : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; বন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বিনিয়োগ বোর্ড)

১৭.৪ ঋণের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা অর্জনে সমন্বিত নীতিমালার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা। প্রয়োজন অনুসারে ঋণ প্রদান, ঋণ ছাড় ও ঋণ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা। চরম ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর ঋণের দুর্দশা কমাতে বৈদেশিক ঋণের সমন্বয় করা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র ; বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

১৭.৫ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিনিয়োগ বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মূল দায়িত্ব: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বিনিয়োগ বোর্ড)
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাণিজ্য, পররাষ্ট্র ; বন বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

১৭.৬ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ব্যবহারের সুযোগ বাড়ানো। এক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং বহুমাত্রিক অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় উভয়পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী উন্নত সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের আদান-প্রদান বৃদ্ধি করা; বিশেষ করে জাতিসংঘের পর্যায়ে। সমঝোতা অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া আরো সহজ করা

মূল দায়িত্ব: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র , শিল্প , বাণিজ্য; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১৭.৭ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, বণ্টন, প্রচার ও বিস্তারের প্রসার ঘটানো। সহজ শর্তে এবং রেয়াতসহ বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা।

মূল দায়িত্ব: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (বিনিয়োগ বোর্ড) , অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.৮ ২০১৭ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি বা টেকনোলজি ব্যাংক পুরোপুরি চালু করা। এসটিআই (Science, Technology Innovation) সক্ষমতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রচলন করা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আরো বৃদ্ধি করা।

মূল দায়িত্ব: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, পররাষ্ট্র , জনপ্রশাসন; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (এটুআই), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)

সক্ষমতা উন্নয়ন বা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং

১৭.৯ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কার্যকর ও কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। টেকসই উন্নয়নের সকল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে তাদের সহযোগিতা করা। নর্থ-নর্থ, সাউথ-সাউথসহ ত্রিমুখী আঞ্চলিক সহায়তা বৃদ্ধি করা।

মূল দায়িত্ব : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: জনপ্রশাসন; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বন বিভাগ

বাণিজ্য

১৭.১০ দোহা উন্নয়ন এজেন্ডার সমঝোতা অনুযায়ী, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে একটি সার্বজনীন, নিয়মমাফিক, উন্মুক্ত, বৈষম্যহীন এবং বহুপক্ষীয় বাণিজ্য পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)

১৭.১১ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রফতানির পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ানো। ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্ব রফতানিতে তাদের অবদান দ্বিগুণ করা।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বস্ত্র ও পাট; বাংলাদেশ ব্যাংক, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১২ স্বল্পোন্নত সকল দেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা বাস্তবায়ন করা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুসারে এসব দেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মগুলোর স্বচ্ছতা ও সহজ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। বাজারে তাদের জন্য প্রবেশাধিকার সুবিধা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সহ মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

পদ্ধতিগত সমস্যা ইস্যু নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগতি

১৭.১৩ নীতি সমন্বয় ও নীতি সংগতির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা।

মূল দায়িত্ব: বন বিভাগ

সহ মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র ; বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১৪ নীতি সংগতি এবং টেকসই উন্নয়ন বাড়ানো।

মূল দায়িত্ব: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সহ মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; বাংলাদেশ ব্যাংক, বন বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১৫ দারিদ্র্যবিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নে হাতে নেওয়া প্রতিটি দেশের নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখানো।

মূল দায়িত্ব: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: বাণিজ্য; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বন বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১৬ টেকসই উন্নয়নের জন্য বহু-ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা। এর মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদের সরবরাহ ও আদান-প্রদান বাড়ানো এবং সব দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

মূল দায়িত্ব: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সহ মূল দায়িত্ব: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১৭.১৭ অংশীদারিত্বের অভিজ্ঞতা ও সংস্থান কৌশলের মাধ্যমে কার্যকরভাবে সরকারি-বেসরকারি এবং সুশীল সমাজভিত্তিক অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা এবং উন্নতি সাধন করা।

মূল দায়িত্ব: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র; বন বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ ব্যাংক , অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

উপাত্ত, পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহি

১৭.১৮ ২০২০ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত ও ছোটো দ্বীপরাষ্ট্রসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতার উন্নয়নে সহায়তা বাড়ানো। উচ্চমানের, সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। জাতীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় আয়, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, অভিবাস, অক্ষমতা, ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

মূল দায়িত্ব: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: শিক্ষা , প্রাথমিক ও গণশিক্ষা , পরিবেশ ও বন , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, অর্থ , পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, স্বরাষ্ট্র , জনপ্রশাসন , মহিলা ও শিশু বিষয়ক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, পররাষ্ট্র, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বন বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ , তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

১৭.১৯ ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান কাঠামোর আলোকে অগ্রগতি পরিমাপকগুলোর উন্নতি সাধন করা। যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জিডিপির সাথে পরিপূরক এবং পরিসংখ্যা সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়ক।

মূল দায়িত্ব: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বন বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার